সংবাদ

তারিখ 18 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ডিগ্রি পরীক্ষা না প্রহসন?

এবার আর কেবল নকল কিংবা হাঙ্গামা নয়, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পত্রপত্রিকায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, তথ্য-প্রমাণও মিলছে ; অথচ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না। যেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটা কোন ঘটনাই নয়। তবে কি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটাকেও কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন?

বাংলা পরীক্ষার দিন গাইবান্ধায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। দর্শন পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের মিলও পাওয়া গেছে। এরপরও কর্তৃপক্ষ কোন বক্তব্য দেননি। সর্বশেষ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও অনেক এলাকায় ফাঁস হয়েছে বলে জানা যায়। পত্রপত্রিকা সূত্রে প্রকাশ, উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কোথাও কোথাও চড়া মূল্যে প্রকাশ্যে প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি বিক্রি হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের ছয়টি প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। এরপরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। ঢাকা থেকে পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকেও পাঠানো হয়নি উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলায়।

এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি পরীক্ষায় ব্যাপক আকারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র আগে থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় উত্তরপত্রসহ ফটোকপি ৫০ থেকে ১শ' টাকায় প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষার ১ মাস আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবাধে বিক্রি হয় ডিগ্রি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। উত্তরপত্রসহ এক পরীক্ষার্থী হাতেনাতে ধরাও পড়ে। বাংলা, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, রসায়ন, প্রাণরসায়ন, হিসাব বিজ্ঞান, উর্দু, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে হুবহু প্রশ্ন উত্তরপত্রসহ প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে কোথাও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে গত ১৫ দিনে মানিকগঞ্জের ৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির মাধ্যমে ফলাফল পরিবর্তনের এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতির ঘটনা ফাঁস হয়েছে। এ ধরনের ৩০টি খাতা (উত্তরপত্র) জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ৩০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায় যত ধরনের দুর্নীতি করা সম্ভব-তার সবকিছুই হচ্ছে। অথচ এসব দুর্নীতির কোন প্রতিকার হচ্ছে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার কোন সুযোগ নেই। একটি সংঘবদ্ধ দল বা চক্র এসব দুর্নীতির ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীও যুক্ত আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা ছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা ঘটানো আদৌ সম্ভব নয়; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এ ধরনের অপতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত মূল হোতাদের কখনোই খুঁজে বের করা এবং তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে দুর্নীতির ডালপালা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

পরীক্ষায় নকল ঠেকানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে বলা যায়। আর প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র জালিয়াতিসহ যাবতীয় দুর্নীতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কার্যকর কোন ভূমিকাই নেই। এরপর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছেড়ে যদি ফাঁস করা প্রশ্নপত্র আর রেডিমেড উত্তরপত্রের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কর্তৃপক্ষ ঠেকাবেন কিভাবে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এমনিতেই অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও ব্যর্থতারই আরেক অধ্যায়। তবে ডিগ্রি পরীক্ষা এবার যেমন প্রহসনে পরিণত হয়েছে তাতে করে এ ধরনের পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন যৌক্তিকতা আছে কি-না তা সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি।